দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 31 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা 6 ... কলাম 8 ...

শিক্ষা হোক নির্ভেজাল

স্বপ্না রেজা

জাল সার্টিফিকেট এখন একশ্রেণির লোকের একাডেমিক অর্জনের সাক্ষ্য বহন করছে এবং সেই সার্টিফিকেট কিনতে পাওয়া যাচ্ছে চড়া মূল্যে। সম্প্রতি দৈনিক ইত্তেফাকের এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এ সম্পর্কে ছাপা হয়েছে পিলে চমকানো সব তথ্য। নামি- দামি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ, মাস্টার্স ইত্যাদি সার্টিফিকেট নাকি পাওয়া যায় লাখ টাকার বিনিময়ে। ওইসব দেখতেও নাকি মূল সার্টিফিকেটের মতোই। সার্টিফিকেট কতটা সময়ের মধ্যে দরকার, সেই অনুযায়ী দাম। যত তাড়াতাড়ি চাই, মেকি সার্টিফিকেটের মূল্য তত বেশি। তা তো হবেই! আর্জেন্ট ফি বলে একটা ব্যাপার আছে না! প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয় যে, বহুদিন ধরে এই কাজ চলছে। যারা জাল সার্টিফিকেট খোঁজেন তারা খোঁজ-খবরও পেয়ে যান সহজেই, কোথায়, কার কাছে গেলে এই মহার্ঘ হাতে পাওয়া সম্ভব। বোঝাই যায়, অবৈধ কাজকারবারের সিন্ডিকেট সক্রিয় অন্তর্জালের মতো। যারা জাল সনদ নেয় এবং যারা সরবরাহ করে—তারা যে পরস্পর মাসতুতো ভাই সে কথা বলবার অপেক্ষা রাখে না। সমাজে সংঘটিত আর দশটা অপরাধের তুলনায় ভয়ানক এই জালিয়াতি মোটেও লঘু নয়। বরং এ এমন এক অপরাধ যা সমাজের মেধা ও মননের জায়গাটিকে ক্রমাগত কলুষিত করে ফেলছে। এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।

সমাজের কিছু লোক যখন জাল সার্টিফিকেট বহন করে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসে যাচ্ছেন, তখন কী ফল হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। অনেক ক্ষেত্রেই তা আঁচ করতে পারা যায় সমাজে সংঘটিত বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার মধ্য দিয়ে। সামাজিক আচরণেও তার প্রতিফলন কম দেখতে পাওয়া যায় না।। যে যার যোগ্য নয় এবং যা সে অর্জন করেনি, জাল সার্টিফিকেটের বদৌলতে সেই পরিচয়টাই যখন সে বহন করে, তখন ব্যক্তির নৈতিক দিকটি ইতিবাচক হতে পারে না, কখনোই হতে পারে না দেশ-কালের জন্য কল্যাণকর। অবৈধতার ভেতর অবস্থান করে মূলত এরা নিজেদের আখের গোছায়, স্বার্থ খোঁজে।

যেসব নামি-দামি ভার্সিটির সার্টিফিকেট জাল করা হচ্ছে, সেসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সর্ষের ভূতের মতো জালিয়াতচক্রের কারো কারো লুকিয়ে থাকা বিচিত্র নয়। সেটা থাকলে কোন স্তরে, কত মাত্রায়, তা তলিয়ে দেখা জরুরি। প্রমাণিত হলে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এমনিতেই প্রাইভেট ভার্সিটির গুণগত মান, সততা, স্বচ্ছতা, নৈতিকতা নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন রয়েছে নানান মহলে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার গুণগত অবস্থা সৃষ্টি এবং তা বজায় রাখবার চাইতে বাণিজ্যিক পাঁয়তারা অধিক, এমন অভিযোগ প্রচুর। শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যে, অবৈধ বিষয়ে রূপান্তর করবার ধৃষ্টতাকে কঠোর হস্তে দমন করতে না পারলে,

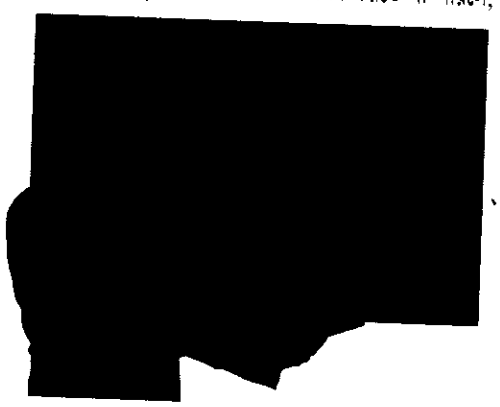

একটি জাতির, দেশের সার্বিক উন্নয়ন কখনোই সম্ভব হয় না, ইতিহাসে তেমন নজির আছে প্রচুর। শিক্ষার ভেতর অসাধু মনোবৃত্তি, শিক্ষাকে নিয়ে অসাধু ব্যবসা-বাণিজ্য গোটা জাতির ওপর প্রভাব ফেলে, ভবিষ্যৎকে করে ভঙ্গুর। শিক্ষাক্ষেত্রে জালিয়াতি শিক্ষার্থীর নৈতিক ভিতটি যে গুঁড়িয়ে দিতে পারে, তাতে আর সন্দেহ কী! দশচক্রে ভগবান ভূত হয়ে যায়। অসাধু এবং জালিয়াত চক্র যে পরিস্থিতি সৃষ্টি ও লালন করে চলেছে তাতে তরুণ সমাজের সৎ, স্বচ্ছ ও আদর্শ মানুষ হয়ে উঠবার পথ সংকীর্ণ হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। সমাজে বিদ্যমান অসঙ্গতি, অপরাধ, অপকর্ম ইত্যাদির নেপথ্যে আছে মূল্যবোধের অভাব। জাল সার্টিফিকেট বাণিজ্য মূল্যবোধের জায়গাটিকে আরো নড়বড়ে করে দিচ্ছে। জাল সার্টিফিকেট বাণিজ্য বন্ধ করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে একযোগে কাজ করতে হবে। জাল সার্টিফিকেট, ভেজাল খাবার, ভেজাল ওষুধের চাইতেও মারাত্মক। এই সত্য সামনে রেখে অভিযানে নামা কর্তব্য। কারা জাল সার্টিফিকেট তৈরি করছে, কারা পেছন থেকে সাহস দিচ্ছে, এসব বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত কারা, যেসব ভার্সিটির সার্টিফিকেট জাল হচ্ছে, তাদের সঙ্গে কোনো যোগসূত্র, লেনদেন আছে কিনা ইত্যাদি অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

বলা বাঞ্ছনীয় যে, সমাজে যে কোনো অপরাধের জন্ম হয় উপযুক্ত অনুশাসনের অভাবে। বলতে দ্বিধা নেই, সমাজের অসাধু, অসৎ ব্যক্তিদের জন্ম, পদচারণা অধিকাংশ সময়ই রাজনৈতিক ছায়া পেয়ে থাকে। ধরা পড়লেও, অভিযোগ রয়েছে যে, অনেকসময় প্রভাবশালী মহলের হস্তক্ষেপে অপরাধী ছাড়া পেয়ে যায়। ফলে অপরাধীরা বুক উঁচিয়ে চলে, একই অপরাধ সংঘটিত করে পুনরায়।

একটি সময় ছিল, যখন শিক্ষাকে পবিত্র অবস্থায় রাখতে, দেখতে অভ্যস্ত ছিল সবাই। কমবেশি সকলেই দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতেন। সুশিক্ষাই যে জাতির মেরুদণ্ড, এটা কেবল শ্লোগান ছিল না, সকলে এটা বিশ্বাসও করতেন। এমনকি গ্রামের নিরক্ষর পিতাটিও জানতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, তার সন্তান শিক্ষিত হলে প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠবেন। কালের বিবর্তনে, জীবনের সহজ সচ্ছলতার বহুমাত্রিক লোভে, প্রাচুর্যের মোহে শিক্ষার স্থান এখন পেছনে। জ্ঞানের চাইতে প্রদর্শনের গুরুত্ব অনেক বেশি। সার্টিফিকেট জরুরি, বিদ্যা নয়। এই সুযোগ গ্রহণ করে চলেছে অসাধু গোষ্ঠী, যারা ব্যবসা-বাণিজ্যে শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করে নিয়েছে। প্রসার ঘটে চলেছে অবিদ্যার।

নির্ভেজাল শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে না পারলে উন্নয়ন বিষয়টি প্রকৃত হয় না, এই বোধোদয় জরুরি।

● লেখক : কথাসাহিত্যিক